১. কৃষি পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য

কৃষি প্রধান এ দেশের প্রাণ হচ্ছে কৃষকরা। কৃষকদের জন্য সরকারীভাবে বেশ কিছু সেবা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে এসব সেবা কৃষকরা ঠিকমত পায় না, নানা ধরনের দূর্নীতি বা অনিয়মের কারণে। তাই এ বিষয়ে তাদের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক ও কৃষি-সম্পৃক্ত নানা লোকজনের সঙ্গে কথা বলে যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছে তার কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হ'ল:

- কৃষি কর্মকর্তা আদৌ চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কি না এবং করলে কখন বা কোথায় করেন?
- নিম্ন মানের বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হলে সে বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা আছে কি?
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে সরকারী কোন দায় দ্বায়িত্ব আছে কিনা?
- ভেজাল মেশানো সার ও ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি?
- সরকারীভাবে কৃষকদের কি কি ট্রেনিং দেয়া হয় এবং কিভাবে এসব ট্রেনিং পাওয়া যায়?
- কৃষিকার্ড কোথায় কিভাবে পাওয়া যায়?
- দরিদ্র কৃষক হওয়া স্বত্ত্বেও কৃষিঋণ পাইনা কেন?
- উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কৃষকদের কি কি সেবা প্রদান করা হয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর কৃষকরা কিভাবে পেতে পারে?

ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর কৃষকরা আগে সবসময় পেত না। তবে বর্তমানে তথ্য অধিকার আইনের বলে এসব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব। এসব তথ্যের জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী স্থানীয় সরকারী কৃষি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। তবে ওপরের প্রশ্নগুলো তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে আবেদনের আকারে চাইতে হবে। অর্থাৎ ঠিক কী তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শুধু তথ্যই চাওয়া যাবে, কোনো ব্যাখ্যা নয়।

নিচে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে কৃষি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন কীভাবে আবেদন আকারে পেশ করা যায় তার নমুনা দেওয়া হলো:

১. আমাদের বকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সপ্তাহে কোন কোন বারে এবং কখন চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে নির্ধারিত তার তথ্য জানতে চাই।

২. নিম্নমানের বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে? বাজার থেকে কেনা বিভিন্ন দেশী/বিদেশী কোম্পানীর নিম্নমানের বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার ক্ষতিপূরণে জেলা কৃষি অফিসারের দায়দায়িত্ব কিভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে তার তথ্য জানতে চাই।

৩. বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে (বন্যা, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, খরা বা পোকা-মাকড় ও রোগের মহামারী ধরনের আক্রমণ) ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারী নীতিমালা আছে কি না? থাকলে তার ফটোকপি পেতে চাই।

৪. আমাদের উপজেলায় ২০১১ সনে মোট কতজন ভেজাল মেশানো সার ও কীটনাশক বিক্রেতাকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানতে চাই।

৫. সরকারী বিভিন্ন ট্রেনিং এর জন্য কীভাবে চাষী নির্বাচন করা হয় এবং কারা তা নির্বাচন করেন এ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই।

৬. গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আমাদের জেলায়/উপজেলায় কৃষকদের কী কী বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, তা কোথায় দেয়া হয়েছে এবং তাতে কতজন অংশগ্রহণ করেছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

৭. ২০১০-১১ অর্থ বছরে আমাদের উপজেলায় চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণে প্রতি চাষীর জন্য সরকারী বরাদ্দ কতো ছিল? চাষীদের মাথাপিছু কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত টাকা চাষীদের নগদ প্রদান করা হয়েছে সেসব তথ্য জানতে চাই।

৮. কৃষিকার্ড প্রদানে কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তা জানতে চাই। গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কৃষিকার্ড প্রাপ্তদের ওয়ার্ড-ভিত্তিক নামের তালিকার কপি পেতে চাই।

৯. কৃষিঋণ বিতরণে সরকারী নীতিমালার কপি পেতে চাই। গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কৃষিঋণ প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য পেতে চাই।

১০. গত বছর আমাদের অঞ্চলে কৃষকদের যে বীজ দেয়া হয়েছে তা সরকারী ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট পেতে চাই।

১১. গত ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কৃষকদের সরবরাহ করার জন্য কতগুলো পাওয়ারটিলার, ট্রাকটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমাদের উপজেলায় এসেছে তার পরিমাণ ও বিতরণের কপি পেতে চাই। যেসব যন্ত্র অবিতরণকৃত রয়ে গেছে সেগুলোর বর্তমান অবস্থা জানতে চাই।

১২. উপজেলা কৃষি অফিস থেকে গত এক বছরে কৃষকদের যে সব সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

এগুলো ছাড়াও আরো নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যেতে পারে। কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে (নাম ও ঠিকানাসহ) জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে তবে নিম্নলিখিত উপায়ে জেনে আবেদন জমা দেয়া যায় -

ক. উক্ত অফিসের অফিস প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা যে, কার কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

খ. তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (http:// infocom.gov.bd) দেখা যেতে পারে।

গ. ওয়েবসাইটে না পেলে তথ্য কমিশনের কাছ থেকে ফোনে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

ঘ. তথ্য কমিশন থেকেও জানা না গেলে তথ্য কমিশনে লিখিতভাবে আবেদন করা।

মনে রাখতে হবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য জানার জন্য অবশ্যই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে।এখানে মনে রাখা প্রয়োজন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র হাতে হাতে জমা দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে আনাই ভাল। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক রশিদটি সংরক্ষণ করতে হবে। আপীলের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এখানে রেজিষ্টার্ড ডাকের রশিদটি খুবই

গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার সময় আবেদনপত্র ও আপীল আবেদনের ফটোকপির সঙ্গে ডাক রশিদের ফটোকপিও সংযুক্ত করে দেবার নিয়ম আছে।

প্রার্থিত তথ্য ২০ কিংবা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে না পাওয়া গেলে একই অফিসের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারের নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে। সেখান থেকেও ১৫ দিনের মধ্যে কোনো উত্তর না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে।

(আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)